রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

পরিপত্র নং-০৪ /২০০৮ তারিখ ঃ ৩১-০৭-২০০৮

বিষয় ঃ নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য "রাকাব মৎস্য পল্লী" ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ ও ঋণ নিয়মাচার।

মাছ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ। বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় স্মরণাতীতকাল থেকেই আমিষের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মাছ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া, মাটি, জল মাছ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বর্তমানে প্রকৃতির বৈরিতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আধিক্য ও মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিধ প্রতিকুলতার কারণে মাছের প্রাচুর্যতার অভাব দেখা দিয়েছে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালায় মাছ চাষকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে গন্য করা হয়েছে। আর তাই অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর ও জলাশয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীকে সহজে ঋণ সুবিধা দিয়ে মাছ চাষে আগ্রহী করে তোলা- এ কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। "রাকাব মৎস্য পল্লী" নামে এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। একই এলাকায় কাছাকাছি অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন ৮/১০টি পুকুর/জলাশয় নিয়ে এ মৎস্য পল্লী গঠিত হবে। মাছ চাষের সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে ধারাবাহিক পরিধারণের মাধ্যমে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি অনুসরণ করে নিবিড়/আধা নিবিড় পদ্ধতির মাধ্যমে এ মৎস্য পল্লী স্থাপিত হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় মৎস্য পল্লী স্থাপনের কারণে মাছের পোনা ও মাছের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কম ব্যয়ে সংগ্রহ করার এবং উৎপাদিত মাছ লাভজনকভাবে সহজে বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে ব্যাপক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সরেজমিনে পরিদর্শন এবং মৎস্য চাষীদের সাথে আলাপ আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা পূর্বক মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতামতের আলোকে (১) পাঙ্গাস মাছ চাষ (২) পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ (৩) কার্প জাতীয় মাছ চাষ (৪) মনো সেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ (৫) থাই কৈ মাছ চাষ (৬) নার্সারী পুকুরে পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় পোনা চাষ সংক্রান্ত ৬টি মডেল (সংযোজনী-১ থেকে ৬) প্রণয়ন করে গত ১০-০৭-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের ৩২০তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। মডেলের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	মডেলের নাম	জলায়তন	মোট উৎপাদন ব্যয়	অর্থায়ন পরিকল্পনা		বিনিয়োগের বিপরীতে বার্ষিক নীট মুনাফার হার (%)
				ব্যাংক ঋণ (৮০%)	উদ্যোক্তার বিনিয়োগ (২০%)	
১	পাঙ্গাস মাছ চাষ	৩০ শতাংশ	১২৮,০০০	১০২,০০০	২৬,০০০	২৩
২	পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ	৩০ শতাংশ	১০৫,৩০০	৮৪,০০০	২১,৩০০	৪৩
৩	কার্প জাতীয় মাছ চাষ	৩০ শতাংশ	৬৩,৩০০	৫০,০০০	১৩,৩০০	২১
৪	মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ	১৫ শতাংশ	৩৮,১০০	৩০,০০০	৮,১০০	৬২
৫	থাই কৈ মাছ চাষ	১৫ শতাংশ	৩২,০০০	২৫,০০০	৭,০০০	১১৫
৬	নার্সারী পুকুরে পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় পোনা চাষ	৩০ শতাংশ	৪০,৪০০	৩২,০০০	৮,৪০০	১৪৮

পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন মোতাবেক নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য "রাকাব মৎস্য পল্লী" ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত একটি ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার নিম্নোক্তভাবে জারী করা হলোঃ

০২। **ঋণ বিতরণকারী শাখা ও জোন ঃ**

প্রাথমিকভাবে এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নিম্নোক্ত জোনের নির্বাচিত শাখা হতে অর্থায়ন পরিচালিত হবে এবং অর্জিত সফলতা পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে মৎস্য চাষ উপযোগী জোনের অন্যান্য শাখায় এ কর্মসূচী সম্প্রসারিত হবেঃ

ক্রঃ নং	জোনের নাম	শাখার নাম
১	রাজশাহী	হুজুরীপাড়া, খড়খড়ি, মোহনপুর, মৌগাছি, দূর্গাপুর, আলোকনগর, ভবানীগঞ্জ, তানোর।
২	নাটোর	চাপিলা, গুরুদাসপুর, আহম্মদপুর, বড়াইগ্রাম, চৌগ্রাম, সিংড়া, নলডাঙ্গা।
৩	পাবনা	সাথিয়া, ঈশ্বরদী, সিংড়া, আটঘরিয়া ও সুজানগর।
৪	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ, পঞ্চকুশী, পুর্ণিমাঘাট ও রায়গঞ্জ
৫	নওগাঁ	রানীনগর, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর, পোরশা।
৬	দিনাজপুর (উঃ)	দিনাজপুর, কাহারোল, বীরগঞ্জ, বিরল ও সেতাবগঞ্জ।
৭	দিনাজপুর (দঃ)	মাঝিপাড়া, গোদাগাড়ীহাট, পাঁচকুর, ফুলবাড়ী।
৮	বগুড়া (দঃ)	দুপচাচিয়া, চম্পাপুর, আদমদিঘী, নন্দীগ্রাম, ভাটরা, বিজরুল, ধুন্দার ও শেরপুর
৯	রংপুর	মিঠাপুকুর, তারাগঞ্জ, গংগাচড়া, মাঠেরহাট, পীরগঞ্জ
১০	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর, ভুরুঙ্গামারী

তাছাড়া মডেল ভিত্তিক মৎস্য পল্লীর আওতা বহির্ভূত এলাকায় এককভাবে কোন উদ্যোক্তা ঋণ নিতে আগ্রহী হলে তাকেও ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে।

০৩। **মৎস্য পল্লী নির্বাচন ঃ**

যোগ্য উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষের মৌলিক বিষয় বিবেচনায় রেখে পুকুর/জলাশয়ের অবস্থান, আয়তন, পরিবেশ, নিরাপত্তা, বন্যামুক্ততা, পরিধারণ ও তত্ত্বাবধানসহ অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদির আলোকে উপযুক্ততা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল কার্যালয় কর্তৃক যৌথভাবে মৌজা/গ্রাম/এলাকা ভিত্তিতে কাছাকাছি স্থানে ৮/১০টি পুকুর নিয়ে এক বা একাধিক মৎস্য পল্লী নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত মৎস্য পল্লী ভিত্তিতে চাষীদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। মৎস্য চাষী এবং এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৪। **ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ঃ** অত্র ব্যাংকের এ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণে এবং নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে ঃ-

(ক) নিজস্ব /পারিবারিকপুকুর বা জলাশয়, পারিবারিকভাবে মাছ চাষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অথবা পুকুর/জলাশয় লীজ গ্রহণের মাধ্যমে কমপক্ষে দুই বছর মাছ চাষের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর বা বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কোন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার (যেমন- ডানিডা) সহায়তায় পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান হতে মাছ চাষের উপর কমপক্ষে ৪(চার) সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক/ যুব মহিলা মৎস্যচাষী অগ্রাধিকার পাবেন।

০৫। **ঋণের মেয়াদ ঃ** এ ঋণ স্বল্প মেয়াদী (১২ মাস) হবে।

০৬। **ঋণ সীমা ঃ** মাছের প্রজাতি ও মডেল মোতাবেক নিরূপিত ব্যয় ও ঋণ সীমার নিরিখে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ এ কর্মসূচীর আওতায় মঞ্জুর করা যাবে।

০৭। **ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত ঃ** ৮০ ঃ ২০

০৮। **জামানত ও সহায়ক জামানত ঃ**

(ক) ০.৫০ (পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৎস্য ঋণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়ক জামানতের প্রয়োজন নেই তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে ঃ

(১) মাছ চাষের পুকুর/জলাশয়ের মালিক ঋণ গ্রহীতা হলে অথবা একই পরিবারের সদস্য বা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় (বাবা, মা, চাচা, ভাই, বোন, মামা, সন্তান ইত্যাদি) মালিক হলে জমির মূল দলিল, পর্চা ইত্যাদি শাখায় জমা রাখতে হবে।

(২) লীজকৃত পুকুর/জলাশয়ের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব নামে/স্ত্রী/সাবালক সন্তান/ পিতা/ ভাই/ বোনের নামের স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী সমমূল্যের সম্পত্তির মূল দলিল, পর্চা ইত্যাদি শাখায় জমা রাখতে হবে।

(খ) ০.৫০ (পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকার উর্ধ্বসীমা ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ সীমা আবৃত করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈধ জামানত গ্রহণ করতে হবে।

০৯। **ঋণের দলিলপত্র সম্পাদন ঃ**

মৎস্য ঋণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র সম্পাদন করতে হবে –

(ক) মাছ দায়বন্ধন (Fish Hypothecation) দলিল।

(খ) ডিপি নোট।

(গ) লেটার অব কন্টিনিউটি (Letter of Continuity)।

(ঘ) লীজকৃত পুকুর/জলাশয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পের উপর সম্পাদিত কমপক্ষে ৩(তিন) বছর মেয়াদের লীজ চুক্তি, লীজ চুক্তিপত্রে পুকুর/জলাশয়ের দাগ, খতিয়ান, পুকুর/জলাশয়ের আয়তন ও লীজদাতার পূর্ণ নাম ও ঠিকানাসহ স্বত্ব যেভাবে অর্জিত হয়েছে তার বর্ণনা থাকতে হবে।

(ঙ) লীজ চুক্তি মূলে অর্জিত পুকুর/জলাশয়ে ০.৫০ (পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যতীত পরিবারের সদস্য বা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়ের জমির দলিল ঋণের বিপরীতে ব্যাংকে জমা রাখলে সম্পত্তির মালিককে মৎস্য বন্ধকী (Fish Hypothecation) দলিলে স্বাক্ষী থাকতে হবে।

(চ) ঋণ গ্রহীতার পরিবারের সদস্য বা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় পুকুর/জলাশয়ের মালিক হলে ঐ ক্ষেত্রে ০.৫০ (পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য লীজ চুক্তির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলাশয়ের মালিককে সহযোগী আবেদনকারী (Co-applicant) অথবা ঋণের গ্যারান্টার হিসাবে নিয়ে ঋণ দেয়া যাবে।

(ছ) তাছাড়া ০.৫০ (পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বসীমা ঋণের জন্য যথানিয়মে নিম্নোক্ত দলিলপত্র সম্পাদন/গ্রহণ করতে হবে–

(১) বন্ধকী দলিল।

(২) ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ধকী জমি/দায়বদ্ধ সম্পত্তি সরাসরি নিলামে বিক্রয়ের ক্ষমতা অর্পন পত্র (Power of Attorney)।

১০। **সুদের হার ঃ** ১২%

১১। **ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ** ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের পরিপত্র নং- ০২/২০০৪ মোতাবেক বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্ব স্ব ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবহারে এ ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

১২। **ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ** মঞ্জুরিকৃত ঋণ ১ম কিস্তিতে পুকুর প্রস্তুত ও মাছের পোনা ক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট টাকা সমান দুই কিস্তিতে সদ্ব্যবহার যাচাই সাপেক্ষে বিতরণ করতে হবে। সারা বছর এ ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে পুকুর প্রস্তুতের অর্থ বর্ষা মৌসুমে দেয়া যাবে না।

১৩। **ঋণ পরিশোধ সূচী ঃ** ১ম কিস্তি বিতরণের ৬ মাস পর সুদ আদায়সহ মঞ্জুরের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে সমূদয় টাকা সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

১৪। **ব্যাংকের ঋণ আবেদন ফরমের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্রের তালিকা (চেকলিষ্ট)**

(ক) ঋণ আবেদনকারী, সহ-আবেদনকারী ও গ্যারান্টরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছবি।

(খ) ঋণ আবেদনকারী, সহ-আবেদনকারী ও গ্যারান্টরের সত্যায়িত নমুনা স্বাক্ষর।

(গ) ঋণ আবেদনকারী, সহ-আবেদনকারী ও গ্যারান্টরের জাতীয়তা বিষয়ক সনদপত্র।

(ঘ) মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ থাকলে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সনদপত্র।

(ঙ) ঋণ আবেদনকারী/সহ-আবেদনকারী সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকলে ঋণ গ্রহণ বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি পত্র।

(চ) রাকাবসহ অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে / অন্য কোথাও উদ্যোক্তা / উদ্যোক্তাগণের দায়দেনা থাকলে টাকার পরিমাণসহ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঋণ আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) লীজকৃত পুকুর/জলাশয়ের ক্ষেত্রে লীজ দাতার মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রাদির সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

(জ) জমি/সম্পদ বন্ধকের বিপরীতে মৎস্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মনীতি মোতাবেক জামানত সম্পত্তির এস.এ রেকর্ড হতে হালতক চেইন অব ডকুমেন্টসহ স্বত্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় কাগজপত্র ঋণ আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। তবে যেখানে আর.এস খতিয়ান অনুযায়ী খাজনাদি গ্রহণ/খারিজ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর.এস খতিয়ান হতে চেইন অব ডকুমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। ঋণ আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি ঃ মৎস্য চাষী নিজকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করলে ঋণের পরিমাণের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা/ কার্যালয়ে সাদা কাগজে ঋণের আবেদন দাখিল করবেন। উক্ত আবেদন পাওয়ার ৭(সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয় প্রস্তাবিত মাছের পুকুর/জলাশয়, জামানতের জমি/সম্পদ, ঋণ আবেদনকারী, সহ-আবেদনকারী, গ্যারান্টরের বাসস্থানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ঋণ প্রস্তাবের সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের নিয়মাচারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার পর উদ্যোক্তাকে চেকলিষ্ট মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ব্যাংকের মুদ্রিত ঋণ আবেদন ফর্ম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ প্রস্তাব পরীক্ষা, প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পূর্বক মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের স্ব স্ব মঞ্জুরি ক্ষমতার মধ্যে ঋণ প্রস্তাব নিষ্পত্তি করবেন। প্রাথমিক মূল্যায়নে ঋণ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলে তা ঋণ আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হবে। ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নকালে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্যাবলী প্রস্তুতসহ মূল্যায়ন/ পূর্বানুমান প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। ঋণ প্রস্তাবের গ্রহণ থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি/মঞ্জুরি কাজটি সর্বোচ্চ ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

১৬। ঋণ আবেদন ফর্ম, মূল্য ও ফি ঃ

(ক) ঋণ আবেদন ফর্ম

ঋণের পরিমাণ	ফর্মের ধরণ	ফর্মের সংখ্যা	প্রতি কপির মূল্য
০.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শস্য ঋণ ফর্ম এল.এফ-৬	প্রয়োজন অনুসারে	প্রযোজ্যহারে (২০/- হতে ৮০/- পর্যন্ত)
০.৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে	চলতি পুঁজি ঋণের আদেন ফর্ম এল.এফ-৮	অনুমোদনের ধাপ অনুসারে	২৫০/-

(খ) দরখাস্ত ফি (অফেরতযোগ্য) ঃ ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি হাজারে ৩/- টাকা। ১.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত প্রতি হাজার বা তার ভগ্নাংশের জন্য ২/- টাকা হারে নিতে হবে।

(গ) তল্লাসী ফি ঃ ৫০,০০০/- টাকার ঊর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ১ম ৫০০০/- এ ২৫/- টাকা। পরবর্তী ৩,০০০/- হাজার বা তার অংশ বিশেষের জন্য ৬/- টাকা হারে তল্লাসী ফি আদায় করতে হবে।

(ঘ) মূল্যায়ন ফি ঃ আবেদনকৃত অংকের ০.১০% (৫০,০০০/- ঊর্ধ্ব সীমা ঋণের ক্ষেত্রে)

১৭। **জামানতের মূল্য ও এম.সি.এল নির্ণয়** ঃ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী জামানতি সম্পত্তির মূল্য ও এম.সি.এল নির্ধারণ করতে হবে।

১৮। যথাযথ উদ্যোক্তা নির্বাচনই ঋণ আদায়ের পূর্ব শর্ত। এজন্য উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা, অতীতের আর্থিক লেনদেন, ব্যবসায়িক সুনাম, ব্যাংক ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ, মোট ঋণের বিপরীতে সম্পদের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে হবে। ঋণ আবেদনকারীর বাসস্থান ও যোগাযোগের ঠিকানাসহ টেলিফোন নম্বর/ মোবাইল নম্বর সরেজমিনে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে। আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষরসহ পরিচয় যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির সাথে সাথে উদ্যোক্তার ব্যয়ে পুকুর/জলাশয়ের দর্শনীয় স্থানে "রাকাব মৎস্য পল্লী, ... শাখা এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত" লিখিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

১৯। **ঋণের তথ্য সংরক্ষণ ঃ** শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণ আলাদা লেজারে/ একটি লেজারের একাংশে পোস্টিং দিবে যাতে এ বিষয়ে যথাযথ তথ্য পাওয়া যায়। জোনাল কার্যালয় সমূহ এই বিশেষ মৎস্য ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ মঞ্জুর বিতরণ ও আদায়ের তথ্যাদি আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করবে। জোনাল কার্যালয় শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তা প্রধান কার্যালয়ে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ নিয়মিত প্রেরণ করবে।

বর্ণিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ঋণ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হলো। এতদবিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে অত্র বিভাগের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(মোঃ আবু হানিফ খান)
মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং- প্রকা/ঋণ্ডঅ-১/৪৬/২০০৮-২০০৯/৬৬(৪৫০) তারিখ ঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের কার্যালয়, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ সচিব / বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রংপুর।
০৭। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা শাখা, ঢাকা / স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
০৯। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
১০। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১২। অফিস নথি / মহানথি

(মোঃ শামছুল আলম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক